

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



PRESIDENT
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

09 Falgun 1422
21 February 2016

Message

Today is Amar Ekushey (immortal 21 February)-the great Language Martyrs Day which commemorates the bloodstained memory of Language Movement in 1952. This day is being observed across the globe including Bangladesh as the International Mother Language Day with due respect and in a befitting manner. On this occasion, I extend my sincere thanks and felicitations to all the people of different languages of the world along with the Bangla-speaking people. At the same time, I pay my deep tribute to the unfading memories of the martyrs of the Language Movement.

The great Language Movement had been a historic and significant event in our national history. This movement was aimed at establishing the rights of our mother tongue as well as protecting self-identity and culture. Being a source of ceaseless inspiration, Amar Ekushey inspired us to a great extent to achieve the right to self-determination and sovereign state. In line with the spirit of Language Movement, we achieved our long cherished freedom through a nine-month-long armed struggle under the charismatic leadership of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman who proclaimed the country's independence on March 26, 1971. Today, I recall with deep reverence language martyrs namely Salam, Barkat, Rafiq, Jabbar, Shafiur and so many unknown and unsung heroes along with Dharendra Nath Dutta, the then Gonoparishad (Legislative) Member and all the language activists for their immense contributions. Their supreme sacrifices, unmatched valour, able organizing capacity and rapid steps facilitated the Language Movement to reach its culmination on February 21, 1952. Consequently, the Bengalis achieved their right to mother tongue.

It is, in fact, an unprecedented event in the world history to embrace martyrdom for the sake of mother tongue. The glorious history of Ekushey that was set by the Bengalis through shedding blood for protecting the right to mother tongue, is now being remembered not only in Bangladesh but also all over the world with due respect. It is a matter of pride that February 21 was recognized as the International Mother Language Day in 1999 by the UN with the spontaneous attachment and sincere endeavour of Prime Minister Sheikh Hasina along with the primary efforts of some expatriate Bangla-loving Bangladeshis. In line with the Sustainable Development Goals this year the United Nations has set the theme of International Mother Language Day 2016 as "Quality education, language(s) of instruction and learning outcomes". It has laid emphasis on appropriate languages of instruction, usually mother tongues for the children in the early years of schooling. I believe that it is a significant initiative for developing and protecting own languages of multilingual people of the world.

We feel proud that transcending the boundary of our country, the spirit of Amar Ekushey is now inspiring the people of different languages of the globe to protect and preserve their own languages and cultures. Language Martyrs Day is now an indomitable source of inspiration for protecting self-uniqueness of people around the globe. Let the people of different languages be united, let the almost defunct languages of the world be revived in their communities and let the globe be coloured with diverse languages and cultures-this is my expectation on this great language day.

Let 'Language Martyrs Day' and 'International Mother Language Day' be emerged as the symbol of unity and victory for preserving the respective languages and cultures of all people of the world.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever.


Md. Abdul Hamid



রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

০৯ ফাল্গুন ১৪২২
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

বাণী

আজ অমর একুশে ফেব্রুয়ারি। রক্তস্নাত ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবহু মহান 'শহিদ দিবস'। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এ উপলক্ষে আমি বাংলাভাষীসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। সেই সাথে মহান ভাষা আন্দোলনে শহিদদের অম্লান স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা।

মহান ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এ আন্দোলন ছিল আমাদের মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নিজস্ব জাতিসত্তা ও সাংস্কৃতিক স্বাভাবিক রক্ষারও আন্দোলন। অমর একুশের অবিনাশী চেতনা পরবর্তীকালে স্বাধিকার ও স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আমাদেরকে যুগিয়েছে অসীম প্রেরণা ও শক্তি। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং তাঁরই নেতৃত্বে দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। আমি আজ গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি মহান ভাষা আন্দোলনে আত্মোৎসর্গকারী ভাষা শহিদ সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউরসহ ভাষার দাবীতে সোচ্চার তৎকালীন গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তসহ সকল ভাষা সৈনিককে, যাদের অসীম ত্যাগ, সাহসিকতা, দক্ষ সাংগঠনিক ক্ষমতা ও ত্বরিত কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। বাঙালি পায় মাতৃভাষার অধিকার।

মাতৃভাষার জন্য জীবন উৎসর্গ বিশ্বে বিরল ঘটনা। মাতৃভাষার মর্যাদা রাখতে গিয়ে বুকের রক্ত ঢেলে বাঙালি জাতি যে ইতিহাস রচনা করেছিল, শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা বিশ্ব আজ তাকে স্মরণ করছে সুগভীর শ্রদ্ধায়। ১৯৯৯ সালে কয়েকজন মাতৃভাষাপ্রেমী বাঙালির প্রাথমিক উদ্যোগে এবং সর্বোপরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও ঐকান্তিক চেষ্টায় জাতিসংঘ কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে জাতিসংঘ এ বছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে "Quality education, language(s) of instruction and learning outcomes". শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণকালে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা অর্জনের উপর এ প্রতিপাদ্যে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আমি মনে করি নিজস্ব মাতৃভাষার উন্নয়ন ও সংরক্ষণে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

আমরা গর্ববোধ করি এই ভেবে যে, অমর একুশের চেতনা আজ দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। আমাদের শহিদ দিবস এখন বিশ্বজুড়ে নিজস্ব স্বকীয়তা রক্ষার চেতনার উৎস। এ চেতনাকে ধারণ করে পৃথিবীর সব ভাষাভাষী মানুষের সাথে যোগসূত্র স্থাপিত হোক, লুপ্তপ্রায় ভাষাগুলো আপন মহিমায় নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে উজ্জীবিত হোক, গড়ে উঠুক নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির বর্ণাঢ্য বিশ্ব - মহান ভাষা দিবসে এই কামনা করি।

মহান 'শহিদ দিবস' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' বিশ্বের সকল জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় ঐক্য ও বিজয়ের প্রতীক হয়ে উঠুক- এ কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।